গবেষণা সিরিজ-৪

কুরআন, সুন্নাহ ও সাধারণ জ্ঞান (Common Sense) অনুযায়ী

মু'মিনের এক নাম্বার কাজ এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, সুন্নাহ ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) অনুযায়ী

মু'মিনের এক নাম্বার কাজ
এবং
শয়তানের এক নাম্বার কাজ

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

FRCS(Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

www.pathagar.com

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউ ডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.revivedislam.com
02-9341150, 01199474617

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৯
সপ্তম সংস্করণ: অক্টোবর ২০১০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেনটিক প্রিন্টার্স
অফিস: ১৪২/২ আরামবাগ (১ম তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
০১৭২০১৭৩০১০, ০১৫৫২৪৬৬৬৩২

মূল্য ৪০.০০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৫
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎস সমূহ (কুরআন, সুন্নাহ ও সাধারণ জ্ঞান বা Common sense)	০৯
৩.	সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে	১৭
৪.	আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব	১৮
৫.	মু'মিনের এক নাম্বার কাজ	১৯
৬.	ইসলামের বিভিন্ন আমলের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অবস্থান	১৯
৭.	ইসলামের বিভিন্ন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের অবস্থান	২২
৮.	শয়তানের এক নাম্বার কাজ	৩০
৯.	কুরআনের কী পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে	৩৪
১০.	আল-কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বলে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	৩৭
১১.	কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না হতে পারলে কি শাস্তি পেতে হবে?	৩৮
১২.	কুরআনের জ্ঞানকে সকল জ্ঞানের ভিত্তি বানানো দরকার কেন?	৩৯
১৩.	শয়তানের এক নাম্বার কাজকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা	৪১
১৪.	যে সকল ধোঁকার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে নেয়া প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর দেয়া অপূর্ব ব্যবস্থাকে, শয়তান প্রায় বিফল করে দিয়েছে	৪৪
১৫.	কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল বা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা না করা সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ-এ তথ্যটা প্রচার না পাওয়া	৪৭
২২.	একই পদ্ধতিতে সুর করে টেনে টেনে কুরআন পড়া অর্থাৎ কুরআন ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি না করা	৫২
২৩.	কুরআনের বক্তব্যের তরজমা, তাফসীর বা অনুবাদ করার সময় শব্দের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া	৫৩
২৪.	কুরআনের সকল বক্তব্য মুসলমান জাতির জন্য প্রযোজ্য নয়(?)	৫৪
২৫.	কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই, এমন কথা প্রচার করা	৫৬
২৬.	কোন তাফসীর পড়বেন	৫৬
২৭.	শেষ কথা	৬১

www.pathagar.com

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না?
নাকি তাদের অন্তরে তালা পড়ে গেছে।

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭: ২৪

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.pathagar.com

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۔

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (বাকারা/২: ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদির সামান্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্য আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

www.pathagar.com

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্য যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (স.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (স.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ২৫. ১১. ১৯৯৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। কুরআনিআ অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় বিয়াম অডিটরিয়াম ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক (অন্তর, মন, সাধারণ জ্ঞান বা Common sence)। পুস্তিকার জন্য এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (স.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব কটি আয়াত পাশাপাশি রেখে

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ (প্রকৃত সহীহ হাদীস)

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (স.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। এ জন্য সুন্নাহকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। তবে হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (স.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (স.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

www.pathagar.com

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক (অন্তর, মন, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense)

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا– فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا– وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا–

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে অন্তর, বিবেক, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ .

অর্থ: রাসূল (স.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার

www.pathagar.com

বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর (মন, বিবেক, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense কে **عَقْلَ** বলা হয়েছে। এই **عَقْلَ** শব্দটিকে আল্লাহ-

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্য কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্য।

সাধারণ জ্ঞান বা Common sense খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

www.pathagar.com

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: যারা সাধারণ জ্ঞান (Common sense) প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং সাধারণ জ্ঞান (Common sense) খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা সাধারণ জ্ঞান (Common sense) খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য সাধারণ জ্ঞান (Common sense) খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ জ্ঞান (Common sense) কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সাধারণ জ্ঞান ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

www.pathagar.com

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক। অতঃপর বললেন, উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির কেননা শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু কেননার পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়।

(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্পকিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে সাধারণ জ্ঞান বা Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

www.pathagar.com

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ইসরা বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই দেখানো শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন দেখিয়ে বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই প্রচণ্ড শক্তি বলতে আগের

www.pathagar.com

তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন, নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে সাধারণ জ্ঞান (Common sense) মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা তথা একক বা সামষ্টিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান (Common sense) উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে ভিন্ন কোন কিয়াসের সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, সাধারণ জ্ঞান বা Common sense ব্যবহারের ক্রমধারাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ক্রমধারাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্রমধারাটি (Flow chart) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ক্রমধারার সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) ব্যবহারের ফর্মুলার সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ

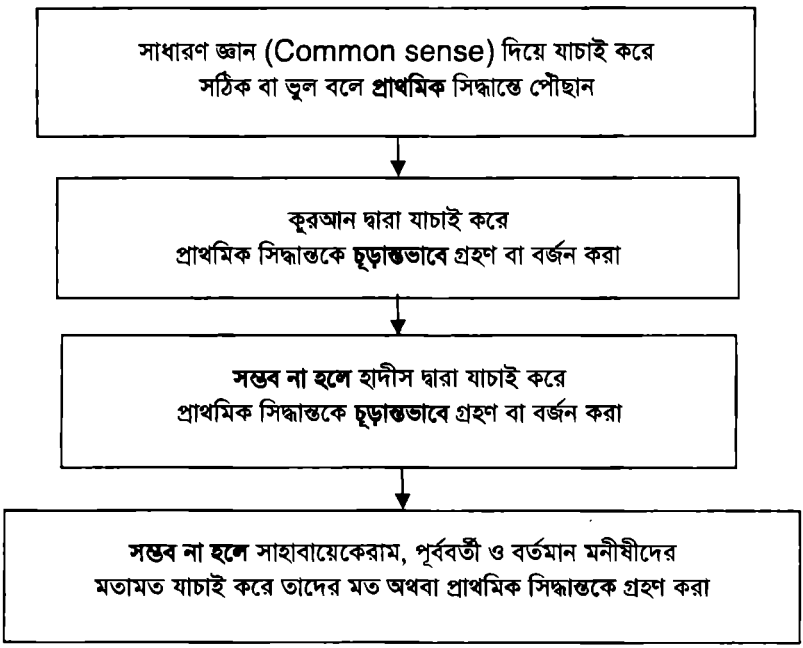

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও অন্যান্য আমল করে- এমন মুসলমানের সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ অনেক। যদিও তাদের অধিকাংশের ঐ আমলগুলো কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে বিরাট প্রশ্ন আছে। কিন্তু ঐ আমলগুলো করছেন এমন মুসলমানের সংখ্যার তুলনায় কুরআনের জ্ঞান আছে- এমন মুসলমানের সংখ্যা অনেক অনেক কম। এ কথাটা আশা করি আপনারা কেউ অস্বীকার করবেন না। কেন এমন হলো? নিশ্চয়ই আমার মতো আপনারাও স্বীকার করবেন যে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে- সাধারণ মুসলমানরা জানে অন্যান্য আমলের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব কম। আসলে কি তাই? চলুন তাহলে কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞানের (Common sense) তথ্যের মাধ্যমে জানা যাক, ঈমান আনার পর একজন মুমিনের এক নাম্বার বা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোন্‌টি এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ কোনটি।

সকল ভাষাতে একটি তথ্য বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা যায়। যেমন বাংলা ভাষায় বাড়ীর মালিক, বাড়ীর মনিব, বাড়ীর কর্তা, বাড়ীর নেতা, বাড়ীর মাথা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে একই তথ্য উপস্থাপন করা হয়। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উপস্থাপন করতে যেয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এর প্রধান কারণ হলো, সকল স্থানে একই শব্দ প্রয়োগ করলে কেউ যদি ভুল করে বা ইচ্ছা করে শব্দটি বা শব্দগুলোর ভুল অর্থ বলে বা লিখে তবে ঐ ভুল অর্থটি তথ্যটির সঠিক অর্থ বলে সহজে চালু হয়ে যাবে। কিন্তু তথ্যটি বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা থাকলে কেউ যদি একটি যায়গায় ভুল করে বা ইচ্ছা করে শব্দটি বা শব্দগুলোর ভুল অর্থ বলে বা লিখে তবে অন্য যায়গায় তা ধরা পড়ে যাবে। ফলে তথ্যটির ভুল অর্থ সমাজে চালু হওয়া অসম্ভব হবে বা হয়। মু'মিনের এক নাম্বার কাজ তথ্যটি অন্য যে সকল শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায় তা হলো- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ, সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ ইত্যাদি। আর শয়তানের এক নাম্বার কাজ তথ্যটি অন্য যে সকল শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায় তা হলো সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর কাজ, সবচেয়ে বড় অমর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ, সবচেয়ে বড় যুলুমের কাজ, সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট কাজ ইত্যাদি। ইসলামের এ মহা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দুটি মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) ঐ একই

www.pathagar.com

কারণে আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন শব্দপ্রয়োগ করে উপস্থাপন করেছেন।

মু'মিনের এক নাম্বার কাজ

বিষয়টি দুটি উপধারায় আলোচনা করতে হবে। যথা-

ক. ইসলামের বিভিন্ন আমলের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অবস্থান

খ. ইসলামে বিভিন্ন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের অবস্থান।

ইসলামের বিভিন্ন আমলের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অবস্থান

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

কোন বিষয় অনুসরণ করে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসটি হচ্ছে ঐ বিষয়ের জ্ঞান। কারণ, না জেনে অনুসরণ করতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য। সফলতা হচ্ছে মর্যাদা বা সম্মানের পূর্ব শর্ত। তাই সাধারণ জ্ঞানের চিরসত্য (Eternal Truth) রায় হচ্ছে যে কোন বিষয়ে সফলতা তথা মর্যাদা বা সম্মান পাওয়ার সবচেয়ে বড় পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঐ বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া বা ঐ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা।

সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের চিরসত্য রায় অনুযায়ী, মুসলিম তথা ইসলাম অনুসরণকারীদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হবে যে ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হবে। অর্থাৎ ইসলামী জীবন বিধানে, ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি মর্যাদার কাজ হবে।

তাহলে সাধারণ জ্ঞান (Common sense) অনুযায়ী সহজে বলা যায় যে, ইসলামে মু'মিনের এক নাম্বার কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ বা সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

সূরা যুমারের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: বল যে জানে আর যে জানে না এরা কি কখনও সমান হতে পারে?

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে রাসূল (স.) কে বিপথগামীদের জিজ্ঞাসা করতে বলছেন যে, যারা জেনে কাজ করে আর যারা না জেনে কাজ করে তারা কখনও সমান হতে পারে কিনা। এর উত্তর হচ্ছে একটা চিরসত্য কথা। আর তা হচ্ছে, জেনে কাজ করা ব্যক্তি, না জেনে কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে সকল দিক দিয়ে উত্তম। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় ইসলাম অনুসরণ করে সফল বা মর্যাদাশীল হওয়ার জন্য জ্ঞানই হচ্ছে সর্বপ্রধান পূর্ব শর্ত। তাই এ আয়াতের বক্তব্য হলো- ইসলামে মু'মিনের এক নাম্বার কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ বা সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-২

هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ ط

অর্থ: অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে?

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নবোধক কথাটি আল্লাহ কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান থাকার কারণে যারা চোখে দেখতে পায় আর জ্ঞান না থাকার কারণে যারা চোখে দেখতে পায় না তারা কখনও কোনদিক দিয়ে সমান হতে পারে না। তাই এ কথাটি দিয়েও আল্লাহ বুঝিয়েছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খব্যক্তির চেয়ে সর্বদিক দিয়ে উত্তম। অর্থাৎ এ সকল আয়াতের মাধ্যমেও মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন মু'মিনের এক নাম্বার কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ বা সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-৩

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (তাদের মধ্যে থেকে) যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

(আল মুজাদালা/৫৮ : ১১)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ বলছেন, ঈমানদারদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তাদের মর্যাদা বেশি। অর্থাৎ আল্লাহ এখানেও বলেছেন ঈমান আনার পর জ্ঞান অর্জনই হচ্ছে আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জনের জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

www.pathagar.com

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رواه الترمذى

অর্থ: হজরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) বলেন, রাসূল (স.) এর নিকট দুজন লোকের (মর্যাদা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। তাদের একজন আবেদ (জ্ঞানহীন আমলকারী) এবং অপরজন আলেম (জ্ঞানী আমলকারী)। রাসূল (স.) বললেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন যেমন তোমাদের মধ্যকার নিম্নমানের ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদা। অতঃপর রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ, আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু, এমনকি পিপীলিকা তার গর্ত থেকে এবং মৎস্যকুল, দোয়া করতে থাকে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে ভাল (সত্য) কথা শিক্ষা দেয়।

(তিরমিযী, মিশকাত হাদীস নং ২০৩)

ব্যাখ্যা: রাসূল (স.) এবং একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (স.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানসহ আমলকারী আর জ্ঞানহীন আমলকারীর মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। অর্থাৎ ইসলামে জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা অন্য সকল কিছুর মর্যাদার চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

তথ্য-২

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ احْيَاءِهَا .

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে উপাসনা করার চাইতে উত্তম।

(দারেমী)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (স.) এখানে উত্তম কথাটি অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। তাই এ হাদীসের বক্তব্য হবে রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে উপাসনা করার চাইতে লাভ, সওয়াব, মর্যাদা ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে উত্তম।

তথ্য-৩

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহর নিকট নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জেহাদ অপেক্ষা জ্ঞান অর্জন করা শ্রেষ্ঠ।

(দায়লামী)

❑❑ কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞানের (Common sense) উল্লিখিত তথ্যসমূহের থেকে সহজেই বুঝা যায়, ইসলামে মু'মিনের এক নাম্বার কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ বা সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা। তবে তথ্যসমূহ থেকে এ কথা বুঝা যায় না যে, কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, ইসলামী সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি কোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে ঐ গুণগুলো প্রযোজ্য হবে। তাই চলুন এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক–

ইসলামে বিভিন্ন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের অবস্থান

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

সাধারণ জ্ঞানের চিরসত্য রায় হচ্ছে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে সফল, মর্যাদাশীল, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি হতে হলে সেই গ্রন্থটি প্রথমে পড়তে হবে যেটি ঐ বিষয়ের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের সর্বসম্মত রায় হবে একজন মুসলমান যে নিজে ইসলামকে অনুসরণ করতে চায়, তাকে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, ইসলামী সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির জ্ঞান অর্জনের আগে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

তাই সাধারণ জ্ঞান (Common sense) অনুযায়ী সহজে বলা যায় যে, ইসলামে মু'মিনের এক নাম্বার কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ বা সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ হবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থ: পড় (হে নবী) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার রব বড় অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান (অর্জন পদ্ধতি) শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানত না।

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা: এই পাঁচখানি আয়াত রাসূল (স.) এর উপর প্রথম নাযিল হয়। এরপর বেশির ভাগ বর্ণনা অনুযায়ী ৬ (ছয়) মাস কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় রাসূল (স.) তাঁকে রাসূল হিসেবে বাদ দেয়া হয়েছে মনে করে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

আয়াত পাঁচখানিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, প্রথম শব্দটি হচ্ছে পড় অর্থাৎ পড়ে জ্ঞান অর্জন কর। এটি আদেশমূলক কথা। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বপ্রথম যে আদেশটি কুরআনের মাধ্যমে সকল মানুষকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করার আদেশ। আর পড়ার আদেশ দেয়ার পর –

- ❑ আল্লাহ যে কয়টি লাইন বা আয়াত পড়তে বলেছেন, তা কুরআনের লাইন বা আয়াত। হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি কোন গ্রন্থের লাইন বা আয়াত নয়।
- ❑ কুরআনের যে পাঁচটি আয়াত আল্লাহ পড়তে বলেছেন সেখানে জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কথাই শুধু বলেছেন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দীন ইত্যাদি কোন আমলের কথা বলেননি।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ কি বিনা কারণে এরকমটি করেছেন? না, তা মোটেই নয়। এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে থাকতে চায়, তাদের সর্বপ্রথম বা এক নাম্বার কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-২

সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

অর্থ: ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ হচ্ছে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল বানিয়েছেন, যিনি তাদের আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনান। তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন।

ব্যাখ্যা: একই ধরনের বক্তব্য আল্লাহ রেখেছেন সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ নং এবং সূরা জুমআর ২ নং আয়াতে। বক্তব্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনের চারটি স্থানে তা উল্লেখ করেছেন।

রাসূলকে (স.) যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনশক্তি তৈরি করার কর্মপদ্ধতিগুলো, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন। সে কর্মপদ্ধতিগুলো হলো–

ক. কুরআনের বক্তব্য সাধারণভাবে পড়ে শুনানো,

এ থেকে আরবরা কুরআনের বক্তব্যগুলো সাধারণভাবে জেনে ও বুঝে যেতেন।

খ. ঈমানদারদের পরিশুদ্ধ করা,

অর্থাৎ রাসূল (স.) কুরআনের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ঈমানদারদের জীবন ঢেলে সাজাতেন।

গ. কুরআন শিক্ষা দেয়া,

সাধারণভাবে পড়ার পর কুরআনের যে বক্তব্যগুলো অস্পষ্ট থেকে যেত সেগুলো রাসূল (স.) আবার ব্যাখ্যা করে ঈমানদারদের বুঝিয়ে দিতেন।

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া।

www.pathagar.com

এখান থেকে বুঝা যায়, কুরআনের নির্ভুল ও চিরসত্য বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে রাসূল (স.) মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন এবং তার উৎকর্ষ বা উন্নতি সাধনের জন্য চিন্তা-গবেষণার তাগিদ দিতেন। এ জন্য প্রথম কয়েকশ বছর মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল-কুরআনের যে চারটি স্থানে রাসূল (স.) এর মানুষ গঠনের এই কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে খ, গ ও ঘ ধারার বিষয়গুলোর ক্রম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু 'ক' ধারার বিষয়টি অর্থাৎ কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা বিষয়টি সকল স্থানে ১ নং অবস্থানে রয়েছে। তাই এখান থেকেও বুঝা যায়, একজন মুমিনের সর্বপ্রথম করণীয় বা এক নাম্বার আমল হবে কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-৩

وَسِيقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط

অর্থ: এবং যে সকল লোক কুফরী করেছিল তাদের দোযখের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছাবে তখন তার দুয়ারগুলো খোলা হবে এবং কর্মচারীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট নিজেদের মধ্য থেকে এমন রাসূল কি যান নাই যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ দিনটির সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন?

(যুমার/৩৯ : ৭১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে কারীমায় দোযখীরা দোযখের দুয়ারে পৌছালে সেখানকার প্রহরীরা প্রথমে কী জিজ্ঞাসা করবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আয়াতে দেখা যায়, ঐ প্রহরীরা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দীন ইত্যাদি বা হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির জ্ঞান অর্জনের ন্যায় কোন আমলের কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে না। তারা প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে, কোন রাসূল যেয়ে তাদের কুরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়ে ছিল কিনা? অর্থাৎ ফেরেশতাদের আসল জিজ্ঞাসা হবে, তারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছিল কিনা? দোযখের প্রহরীরা অপরাধীদের দেখেই যে জিজ্ঞাসা করবে বলে কুরআনে উল্লেখ আছে আল্লাহও যে হিসাব নেয়ার সময় সে ব্যাপারেই প্রথম

www.pathagar.com

হিসাব নেবেন এটা বুঝাও তো কঠিন নয়। আর যে আমলের কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেটিই প্রথম করণীয় আমল হবে এটিই তো স্বাভাবিক।

তথ্য-৪

আল কুরআন অনুযায়ী (পরে আসছে) ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। মুমিনের ১ নং কাজ হবে শয়তানের ১ নং কাজের উল্টো। তাই তথ্যটা থেকেও বলা যায় যে, কুরআন অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ হবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-৫

আল কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট বাণীতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন হল সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য সত্য (নির্ভুল) এবং কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত বক্তব্য বা তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন। কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের চিরসত্য নিয়ম হল ঐ বিষয়ের সর্বাধিক নির্ভুল গ্রন্থটির জ্ঞান প্রথমে অর্জন করা। তাই সহজেই বলা যায় এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা ইসলাম পালন করে সফল হতে চায় তাদের সর্বপ্রথম ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তথ্য-৬

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। এটা আল্লাহ মানুষকে জানিয়েছেন সূরা বাকারার ৩০, ১৭৭ ও ৮৫ নং আয়াত, সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াত এবং সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা

www.pathagar.com

করেছি- পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, নামের বইয়ে।

তাহলে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ আল-কুরআনের বেশ ক'টি তথ্যের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে প্রথমে তার নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল-হাদীস

আমরা দেখেছি, আলোচ্য বিষয় কুরআনে নানা তথ্য আছে। তাই হাদীসেও আলোচ্য বিষয়ে তথ্য থাকতেই হবে। কারণ, পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআনের ২ নং তথ্যটির মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের তথ্যগুলো সাধারণভাবে এবং ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেয়াই ছিলো রাসূল (স.) এর প্রথম কাজ। চলুন, এখন হাদীসের সেই তথ্যগুলো জানা যাক–

তথ্য-১

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخارى

অর্থ: উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিখায়। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (স.) এখানে উত্তম কথাটি অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। তাই এ হাদীসের বক্তব্য হবে সেই ব্যক্তি কল্যান, সওয়াব, মর্যাদা ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে উত্তম হবে যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিখায়।

তথ্য-২

عَنْ ابي سَعِيدٍ(رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرآنُ عَنْ ذِكْرِي وَ مَسْأَلَتِي اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ .

অর্থঃ আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন আমার রব বলেন যারা কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার (নফল) যিকির ও আমার নিকট দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম

www.pathagar.com

প্রতিদান দিব। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

(তিরমিযী, বায়হাকী, দারেমী)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানির শেষে বলা হয়েছে আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে তেমন পরিমাণ উত্তম যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম। যেকোন সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহর উত্তম হওয়ার পরিমাণ অপরিসীম। তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায় কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার সওয়াব অন্য যেকোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

তথ্য-৩

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلاَوَاةُ الْقُرْآنِ.

অর্থ: রাসূল সা. বলেছেন, কুরআন তেলাওয়াত করা (কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা) সর্বোত্তম ইবাদত। (কানযুল ওম্মাল)

তথ্য-৪

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـــ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوْا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا

www.pathagar.com

بِهِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই ফিতনা বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং সহজ ও সরল পথের দিকনির্দেশ দানকারী, যা দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দ্বারা আলেমগণ তৃপ্তি লাভ করে না (আলেমগণের তা থেকে জ্ঞান লাভ করা শেষ হয় না)। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনল, তখনই সাথে সাথে তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল, সে সত্যই বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হল, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে, সে সৎ পথ প্রাপ্ত হবে।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতে কুরআন সম্পর্কে পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে তথ্যগুলো উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে-

ক. কুরআনের বক্তব্য বা তথ্য সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য বা তথ্য অন্য যে কোন গ্রন্থেই উল্লেখ থাকুক না কেন তা মিথ্যা।

খ. যে ব্যক্তি কুরআনের হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। অর্থাৎ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের সাথে

www.pathagar.com

সঙ্গতিশীল নয় এমন কোন বক্তব্য অন্য যেকোন গ্রন্থ থেকে গ্রহণ ও অনুসরণ করলে ব্যক্তি ভুল পথে চলে যাবে।

এ হাদীসখানিকে পূর্বোল্লিখিত আল-কুরআনের ৫ নং তথ্যের সরাসরি ব্যাখ্যা বলা যায়।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞানের (Common sense) উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন মু'মিনের এক নাম্বার কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ বা সবচেয়ে বড় লাভজনক কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। একজন মু'মিনকে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, একজন মানুষ বা মু'মিনকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য, ফাযায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি যে কোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করতে যাওয়ার আগে অবশ্যই কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে নিতে হবে।

শয়তানের এক নাম্বার কাজ

চলুন, এবার সাধারণ জ্ঞান (Common sense), কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যাক ইসলাম থেকে বিপথে নেয়ার জন্য শয়তানের এক নাম্বার বা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি–

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

তথ্য-১

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, একজন ঈমানদারের এক নাম্বার কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। তাহলে শয়তানের এক নাম্বার কাজ হবে ঈমানদারকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে বা অন্ধকারে রাখা।

তথ্য-২

সাধারণ জ্ঞানের আলোকে অতি সহজেই বুঝা যায়, কোন বিষয়ে কারো মহাক্ষতি করার সর্বোত্তম পন্থা হলো– ঐ বিষয়ের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক জিনিসগুলো সম্বন্ধে তাকে অন্ধকারে রাখা। কারণ এটা করতে পারলে যে অবস্থা হবে তা হলো–

❑ ঐ বিষয় পালন করার সময় তার অবশ্যই মৌলিক বিষয় বাদ যাবে তথা মৌলিক ভুল হবে।

www.pathagar.com

- ❑ যে কোন ভুল জিনিস ঐ বিষয়ের মৌলিক জিনিস বলে, তাকে সহজে গ্রহণ করানো যাবে।
- ❑ ঐ বিষয়ের যে কোন অমৌলিক জিনিসকে মৌলিক জিনিস বলেও তাকে সহজে গ্রহণ করানো যাবে।

এর ফল হবে, যত নিষ্ঠার সঙ্গেই ব্যক্তি ঐ বিষয়টি পালন করুক না কেন, তাতে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। আর মৌলিক ত্রুটি রেখে কোন কিছু করার অর্থ হচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হওয়া।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– একজন সার্জনের যদি সার্জারী বিদ্যার জ্ঞানগুলো নির্ভুলভাবে জানা না থাকে তবে অপারেশন করার সময় তার অবশ্যই মৌলিক ভুল হবে। ফলে তার সকল অপারেশন ব্যর্থ হবে বা তার সকল রোগী মারা যাবে। আর সার্জনের যদি সার্জারী বিদ্যার মৌলিক জ্ঞানগুলো নির্ভুলভাবে জানা থাকে তবে অপারেশনে তার মৌলিক ভুল হবে না বা দুর্ঘটনাবশত হলেও তার সংখ্যা খুবই কম হবে। তাই একজন সার্জনের সবচেয়ে বড় অপরাধ হবে নির্ভুল বা সর্বাধিক নির্ভুল উৎস হতে সার্জারী বিদ্যার জ্ঞান অর্জন না করে অপারেশন করা।

ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় আল্লাহ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন আল-কুরআনে। তাই ইসলামের ব্যাপারে মুসলমানদের মহাক্ষতি করার সর্বোত্তম পন্থা হবে– কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলমানদের দূরে রাখা। কারণ তা করতে পারলে–

- ❑ ইসলাম পালন করার সময় মুসলমানদের অবশ্যই মৌলিক বিষয় বাদ যাবে।
- ❑ যে কোন ভুল বিষয়কে ইসলামের মৌলিক বিষয় বলে সহজেই মুসলমানদের গ্রহণ করানো যাবে।
- ❑ যে কোন অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক বিষয় বলেও মুসলমানদের সহজে গ্রহণ করানো যাবে।

এর ফলস্বরূপ যত নিষ্ঠার সঙ্গেই একজন মুসলমান ইসলাম পালন করুক না কেন, তার ইসলাম পালনে অবশ্যই মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। ফলে তার ইসলাম পালন তথা দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

ইবলিস শয়তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন ব্যর্থ করে দেয়া। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ দিয়ে সহজেই বলা যায়,

www.pathagar.com

শয়তানের ১ নং কাজ বা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে মুমিন, মুসলমান বা মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা এবং এর জন্য যত ধরনের চেষ্টা করা দরকার, তা করা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

অর্থঃ তাহলে সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর নামে (কুরআনের বিষয়ে) মিথ্যা (ভুল) রচনা করে, মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়?

(আনআম/৬ : ১৪৪)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জ্ঞান না থাকার কারণে কুরআনের বিষয়ে ভুল বলে যে ব্যক্তি মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় সে সবচেয়ে বড় যালিম (অত্যাচারী)। এর কারণ হলো-

১. কুরআনের বিষয়ে ভুল তথ্য অন্য বিষয়ের ভুল তথ্যের চেয়ে মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি করে।

২. কুরআনের জ্ঞান থাকা ব্যক্তি ভুল বললে দু'একটি ভুল বলতে পারে কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে অসংখ্য ভুল বলবে।

মানুষের উপর যুলুম করা গুনাহ। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-২

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ط

অর্থঃ তাহলে সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে (না জানার কারণে) আল্লাহর নামে (কুরআনের বিষয়ে) মিথ্যা (ভুল) রচনা করে অথবা জানার পর সত্য (কুরআন) সম্বন্ধে মিথ্যা (ভুল) রচনা করে?

(আনকাবুত/২৯ : ৬৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে সবচেয়ে যালিম হিসেবে দু'ধরণের ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে জ্ঞান না থাকার কারণে যারা কুরআনের বিষয়ে ভুল বলে

www.pathagar.com

তাদের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন। আর জ্ঞান থাকার পর যারা কুরআনের বিষয়ে ভুল বলে তাদের নাম পরে উল্লেখ করেছেন। তাই, ১নং তথ্যের ন্যায় এ তথ্যটির ব্যাখ্যা থেকেও বুঝা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি।

তথ্য-৩

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অর্থঃ যখন তোমরা কুরআন পড়বে তখন অভিশপ্ত শয়তানের (ধোঁকাবাজি) থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। (নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে কুরআন পড়া শুরু করার আগে اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকাবাজী থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাইতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য কাজ যেমন, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি শুরু করার আগে তিনি اَعُوْذُ بِاللهِ পড়তে উপদেশও দেন নি। সুধী পাঠক, মহান আল্লাহ কি বিনা কারণে এটা করেছেন? না, তা অবশ্যই নয়। আল্লাহ জানেন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা শয়তানের কাজ কিন্তু শয়তানের তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি বড় কাজ হলো বিভিন্নভাবে কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলমান বা মানব সভ্যতাকে দূরে রাখা। তাই কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তান যাতে তাদের ধোঁকা দিতে না পারে, সে জন্য ঐ সময় তাঁর নিকট আশ্রয় (সাহায্য) চাইতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি সাহায্য না করলে তারা শয়তানের ধোঁকাবাজির কাছে হেরে যাবে। অর্থাৎ কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞান বা সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। তাই এ আয়াত থেকেও বুঝা যায় শয়তানের সবচেয়ে বড় বা ১ নং কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

আল-হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. رواه الترمذى و ابن ماجة

অর্থ: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্য হাজারো আবেদ অপেক্ষা ক্ষতিকর।

www.pathagar.com

(তিরমিযী, ইবনে-মাযাহ)

ব্যাখ্যা: ইসলামের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। কারণ তাকে ধোঁকা দেয়া কঠিন। তাহলে একজন কুরআনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। কারণ তাকে ধোঁকা দেয়া সবচেয়ে বেশি কঠিন। যে ধরণের ব্যক্তি শয়তানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর সে ধরণের ব্যক্তি যেন তৈরি না হতে পারে সে ব্যাপারে শয়তান সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করবে। তাই, শয়তান সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে, মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখার জন্য। আর তাই, এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা শয়তানের সবচেয়ে বড় বা ১ নং কাজ।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এর উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে সহজেই জানা ও বুঝা যায় যে, শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে বিভিন্ন ধোঁকাবাজি খাটিয়ে দূরে রাখা।

কুরআনের কী পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে

কুরআনের জ্ঞান থাকা ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ এটা জানার পর স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন আসে, একজন ঈমানদারের কুরআনের কতোটুকু জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন মুসলমানের কুরআনের কয়েকটি সূরার বক্তব্য জানা থাকলে তথা জ্ঞান থাকলে চলবে, না তাকে পুরো কুরআনের জ্ঞান রাখতে হবে। চলুন এখন এ বিষয়টি বিবেক-বুদ্ধি ও কুরআনের আলোকে পর্যালোচনা করা যাক–

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

কোন বিষয়ের সকল মূল তথা প্রথম স্তরের মৌলিক বক্তব্য যদি একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে বিবেক-বুদ্ধির সাধারণ রায় হচ্ছে ঐ বিষয়টি পালন করে সফল হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরো গ্রন্থটি পড়ে সকল মূল তথ্য জেনে নিতে হবে।

ইসলামের সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। তাই বিবেক-বুদ্ধির সাধারণ রায় হচ্ছে একজন মুসলমানের জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে তাকে অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। দুচারটি বা কয়েকটি সূরার বক্তব্য জানা থাকলে চলবে না।

www.pathagar.com

আল-কুরআন

তথ্য-১

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط

অর্থ: তোমরা কি এই কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশ বিশ্বাস করবে, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করবে? যারা এরকম করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের বদলা হবে দুর্ভোগ-লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে।

(বাকারা/২: ৮৫)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলছেন, যারা কুরআনের কিছু বিশ্বাস করে আর কিছু অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিছু জানে, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করে আর কিছু জানে না, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করে না, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে যথাক্রমে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআনের পুরোটাই জানতে, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَأَمْلَى لَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۚ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্য শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্য দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দীনকে) অস্বীকারকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের গোপন কথা ভালো

www.pathagar.com

করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লার অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিস্ফল করে দিবেন।

(মুহাম্মাদ/৪৭: ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দিয়েছেন। তা হলো– জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ্) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত কটিতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।

৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াত কটির অথ্যগুলো থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কিতাবের কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে।

❑❑ পুরো কুরআন অনুসরণ করতে হলে পুরো কুরআন জানতে হবে এটি বুঝা সহজ ব্যাপার। তাই ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী একজন মুসলমানের অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞান থাকতে হবে। কয়েকটি সূরার জ্ঞান থাকলে চলবে না।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বলে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

যে কোন গ্রন্থ বা বিষয়ের জ্ঞানের দিক থেকে ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত থাকে–

১. সাধারণ জ্ঞানী

২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

৩. জ্ঞানী নয়

সাধারণ জ্ঞানী বলা হয়, সেই ব্যক্তিকে যে ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান রাখে। **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী** বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যার গ্রন্থ বা বিষয়টিতে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান ছাড়াও এক বা একাধিক দিকের আরো বিস্তারিত জ্ঞান আছে। আর **জ্ঞানী নয়** ধরা হয় সেই ব্যক্তিকে যার ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ে উল্লেখ থাকা কোন একটিও দিকের মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। ডাক্তারী বিদ্যায় বিভিন্ন বিষয় আছে। যেমন মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ইত্যাদি। এমবিবিএস (MBBS) পর্যায় পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে ঐ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানটুকু অর্জন করতে হয়। আর তাই ডাক্তারী বিদ্যায় সাধারণ প্র্যাকটিস (General Practice) করতে হলে এমবিবিএস ডিগ্রি থাকা অবশ্যই দরকার। এরপর কেউ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) হতে চাইলে তাকে ঐ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়। আর ডাক্তারী বিদ্যার কোন একটিও দিকে যার মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে তাকে ডাক্তার বলা হয় না। এটা একটা চিরসত্য কথা। সাধারণ শিক্ষায়ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব কিছু পড়ানো হয়। তারপর এক একটি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়।

আল-কুরআনে উল্লেখ আছে, মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্য যত বিষয় দরকার তার সকল বিষয়ের মূল মৌলিক বা প্রথম স্তরের মৌলিক তথ্যসমূহ। তাই কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী বলা যাবে সেই ব্যক্তিকে যে পুরো কুরআন অধ্যয়ন করে জীবনের প্রতিটি দিকের উল্লিখিত সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় জেনেছে এবং কুরআনের বাইরে ঐ সকল বিষয়ের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় যা আছে তাও জেনে নিয়েছে। আর

www.pathagar.com

কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হবেন সেই ব্যক্তি যিনি কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জনসহ কুরআনে উল্লিখিত কোন একটি বিষয়ে (হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) আরো উচ্চতর বা বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর যে ব্যক্তির কুরআনে উপস্থিত কোন একটি বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে তাকে কুরআনের জ্ঞানী বলা যাবে না।

কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না হতে পারলে কি শাস্তি পেতে হবে?

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মুসলমান তথা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফরজ বা ১ নং আমল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া)। তবে সমাজে কুরআনের কিছু না কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে সমাজ কুরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যারা ডাক্তারী বিদ্যা প্রয়োগ (Practice) করতে যাবে তাদের অবশ্যই ডাক্তারী বিদ্যার সাধারণ জ্ঞানী হতে হবে। অর্থাৎ তাদের অবশ্যই MBBS পাস করতে হবে। কিন্তু ডাক্তারী বিদ্যার বিশেষজ্ঞ (Specialist) হওয়া সকল ডাক্তারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে ডাক্তারী বিদ্যার পরিপূর্ণ কল্যাণ পাওয়ার জন্য সমাজে কিছু না কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অবশ্যই থাকতে হবে।

অন্যদিকে সবখানে প্রযোজ্য ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি সকলের জানা দরকার তা হলো– কোনো আমলের ব্যাপারে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করেছিলো কিনা এটা পরকালে আল্লাহর বিচার্য বিষয় হবে। সে কতোটা সফলতা অর্জন করেছিলো সেটা নয়। এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে নবী-রাসূলদের (আ.) জীবন। নবী-রাসূলগণকে (আ.) আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে দেখিয়ে দিতে। কিন্তু যতোদূর জানা যায়, অল্প কয়েকজনই মাত্র ঐ কাজে সফল হয়েছিলেন। তাহলে কি বাকি সবাই দোযখে যাবেন? না, তা অবশ্যই যাবেন না। কারণ, তাঁরা সে কাজে সফল হওয়ার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

তাই একজন মানুষ কুরআনের প্রকৃত সাধারণ জ্ঞানী হতে পেরেছিল কিনা, সেটি পরকালে আল্লাহর বিচার্য বিষয় হবে না। তিনি দেখবেন, ব্যক্তিটি কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেছিল কিনা। যারা এ চেষ্টাই করবে না, তাদের অবশ্যই মৃত্যুর পর কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। যাদের লেখাপড়া

www.pathagar.com

করার কোন সুযোগ হয় নাই, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ হয়ত কিছুটা নমনীয় থাকবেন কিন্তু যারা শিক্ষিত তাদের এ বিষয়ে কোন ছাড় যে আল্লাহ দিবেন না, এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, কোনো ব্যক্তি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করে, তবে সে অন্তত কুরআনের এতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে যে, শয়তান ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

কুরআনের জ্ঞানকে সকল জ্ঞানের ভিত্তি বানানো দরকার কেন?

বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই চলুন, সাধারণ জ্ঞান ও কুরআনের তথ্যের আলোকে তা বিবেচনা করা যাক –

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

কুরআনের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে এমন সত্তা যার অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে। তাই কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো চিরসত্য। আর সূরা নাহলের ৮৯ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনে আছে মানুষের জীবন পরিচালনার প্রতিটি বিষয়ের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক জ্ঞান।

মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিধি সীমিত। তাই মানুষের উদ্ভাবিত সকল জ্ঞান চিরসত্য না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর বাস্তব উদাহরণ ভূরি ভূরি। ছাত্র জীবনে ডাক্তারী বিদ্যার যে জ্ঞান আমাকে শিখানো হয়েছিলো তার অনেক কিছুই এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আপনাদের অভিজ্ঞতাও এর বিপরীত হওয়ার কথা নয়। সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা ৭৫ বছর চলার পর ভেঙে পড়াও এর একটা বড় প্রমাণ। তাই মানব সভ্যতার যে কোনো বিষয়ের অগ্রগতি চিরস্থায়ী হতে হলে অবশ্যই তার ভিত্তি হতে হবে কুরআনের ঐ বিষয়ের জ্ঞান।

আল-কুরআন

সূরা নাহলের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ط فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তারা মানুষকে বলেছে, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগুতের (আল্লাহদ্রোহীদের) দাসত্ব পরিত্যাগ কর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর হিদায়াত গ্রহণ করেছে। আর কারো কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর পৃথিবী ঘুরে দেখো, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে প্রথমে বলেছেন, তিনি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন। এটা আল্লাহ করছেন কোনো কিছুকে লিখে রেখে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করার জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত। ঐ সময় পর্যন্ত একজন নবীর পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় পৃথিবীর যতোটুকু এলাকায় আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া সম্ভব, তার বাইরে আল্লাহ আর একজন নবী পাঠিয়েছেন। অথবা একজন নবী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর যখন তাঁর কাছে আসা দীনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তখন মহান আল্লাহ আর একজন নবী পাঠিয়েছেন। তা না করলে যে এলাকা বা সময়ের মানুষ, সরাসরি নবীর মাধ্যমে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর গাইড লাইন (হিদায়াত) পেয়েছিল, আর যে এলাকার মানুষ তা পায় নাই, তাদের উভয়কে একই মানদণ্ডে বিচার করলে ন্যায়বিচার হতো না। কী অপূর্ব আল্লাহর সিদ্ধান্ত, তাই না?

তারপর আল্লাহ বলেছেন, প্রত্যেক নবী-রাসূল মানুষকে একই কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং আল্লাহদ্রোহীদের দাসত্ব পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ সব নবী-রাসূলই মানুষকে বলেছেন, তাঁদের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার যে চিরসত্য বিধান আল্লাহ পাঠিয়েছেন, সেটাই অনুসরণ করতে এবং আল্লাহদ্রোহী মানুষদের বানানো বিধান পরিত্যাগ করতে।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, সকল মানুষ কখনই নবী-রাসূলদের কথা গ্রহণ করে নাই। কেউ কেউ তা গ্রহণ করে তাদের জীবন যাপনের পথ শুধরিয়ে নিয়েছে। আর কেউ কেউ তাদের ভ্রান্ত পথে চলা অপরিবর্তিত রেখেছে।

সবশেষে আল্লাহ মানুষকে বলছেন, যারা নবী-রাসূলদের কথা মিথ্যা মনে করে গ্রহণ করে নাই, তারা কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখতে। এখান থেকে বুঝা যায়, অতীতে যারা আল্লাহর চিরসত্য বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করে নিজেদের বানানো বিধান অনুযায়ী চলছে তারা ধ্বংস হয়েছে।

সুধী পাঠক, তাহলে কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এর স্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা গেলো, বর্তমান বিশ্বের মানুষের মধ্যেও যারা কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে না, তারাও একদিন ধ্বংস হবে।

www.pathagar.com

বর্তমানে তাদের যতোই উন্নত ও শক্তিশালী মনে হোক না কেন। তাই মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই সকল জ্ঞানের ভিত্তি বানাতে হবে কুরআনের জ্ঞানকে।

শয়তানের এক নাম্বার কাজকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা

শয়তানের এক নাম্বার কাজকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য দরকার ছিলো এমন এক ব্যবস্থা যাতে করে মুসলমানরা প্রতিদিন কুরআন পড়তে বাধ্য হয়। আল্লাহর সেই ব্যবস্থা হচ্ছে নামাজের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহা ছাড়া কুরআনের আরো একটি বড় বা তিনটি ছোট আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পড়া।

পবিত্র কুরআনে ৬২৩৬টি আয়াত আছে। এই আয়াতগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়– মুহকামাত, মুতাশাবিহাত, আমছাল (উদাহরণ) ও কেচ্ছা (কাহিনী)। কুরআনের আয়াতগুলোকে এইভাবে ভাগ করে এবং সালাতে কিছু কুরআন পড়াকে বাধ্যতামূলক করে, আল্লাহতায়ালা শয়তানের ১ নং কাজকে বিফল করে দেয়ার কী অপূর্ব ব্যবস্থা করেছেন চলুন তা এখন দেখা যাক–

মুহকামাত আয়াত

মুহকামাত আয়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ.وَ أُخَرُ مُتَشَبِهَتٌ

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) তোমার প্রতি এই কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন। এতে আছে মুহকামাত আয়াত। এই আয়াতগুলোই হচ্ছে কুরআনের মা। আর বাকীগুলো মুতাশাবিহাত।

ব্যাখ্যা: মুহকামাত আয়াত হচ্ছে কুরআনের সেই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পষ্ট আয়াত যার অর্থ বুঝা খুব সহজ বা যার অর্থ বুঝতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদী নীতিসমূহ যথা, ঈমান (বিশ্বাস-প্রত্যয়), উপাসনাসমূহ, আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্রনীতি) এবং আমর ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ)। এর জন্যই এই আয়াতগুলোকে আল্লাহ কুরআনের মা বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে প্রায় পাঁচশত মুহকামাত আয়াত আছে।

www.pathagar.com

মুতাশাবিহাত আয়াত

সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতে মুতাশাবিহাত আয়াত সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন–

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ لا وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج

অর্থ: যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাত আয়াতের পেছনে লেগে থাকে এবং তার গূঢ় অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার গূঢ় অর্থ বা প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেন না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শী তারা বলে আমরা ঐ আয়াতের বক্তব্যের প্রতি ঈমান এনেছি। (কারণ) এর সবই আমাদের রবের তরফ হতে এসেছে।

ব্যাখ্যা: এ কথা বুঝা কঠিন নয় যে, বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য তত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষকে না দিয়ে তাদের জীবন-যাপনের কোনো সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা যেতে পারে না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত এমন কিছু জিনিস বা বিষয় আছে, যা সে কখনো দেখেনি, স্পর্শ করেনি বা আস্বাদ করেনি। যেমন আল্লাহর আরশ, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, সিদরাতুল মুনতাহা, শেষ বিচারের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের অতীত ঐ সকল জিনিসের ব্যাপারে ধারণা দেয়ার জন্য এমন কোনো শব্দ বা বর্ণনাভঙ্গি মানুষের ভাষায় নাই যা দ্বারা ঐ জিনিসের নিখুঁত চিত্র তাদের মানসপটে ভেসে উঠতে পারে। এ জন্য ঐ সকল জিনিস বা বিষয় বর্ণনার সময় এমন শব্দ বা বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করা উচিত যা ঐ সকল জিনিসের প্রকৃত অবস্থার নিকটতর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো জিনিসের ব্যাপারে, মানবীয় ভাষায় পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনে মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত জিনিস বা বিষয়সমূহ যে সকল আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোই হচ্ছে মুতাশাবিহাত আয়াত। তাই ঐ সকল আয়াত নিয়ে যে যতোই ঘাঁটাঘাঁটি করুক না কেন, তথায় বর্ণিত জিনিস বা বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা কেউই অর্জন করতে পারবে না বরং এতে শুধু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে এবং সময় নষ্ট হবে। তাই উপরের আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন, যেহেতু মুতাশাবিহাত আয়াতে বর্ণিত জিনিস বা বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বা অবস্থা আমি ছাড়া আর কেউই জানে না, তাই যাদের মনে কুটিলতা আছে

www.pathagar.com

বা যারা ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি তথা ফেতনা ছড়াতে চায়, তারাই শুধু ঐ সব আয়াতের মর্ম উদ্ধারের জন্য চেষ্টা সাধনা চালায়। আর যে সব ঈমানদারের মন পরিষ্কার তারা বলবে মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত উভয় আয়াতই আমাদের একই রবের নিকট থেকে এসেছে। তাই মুতাশাবিহাত আয়াতে, কোনো জিনিস সম্পর্কে, তাদের রব যেভাবে যতোটুকু বর্ণনা করেছেন, সেটাই তারা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে নিবে।

আমছাল ও কেচ্ছার আয়াত

এটা আমরা সবাই জানি, একজন ভালো উপস্থাপক তার বক্তব্য উপস্থাপন করার সময় দরকার মতো বিভিন্ন কাহিনী বলেন ও উদাহরণ দেন। এটার উদ্দেশ্য থাকে তার মূল বক্তব্যটাকে সহজে বুঝানো এবং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করা।

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতেও আল্লাহ বিভিন্ন নবী ও অন্যান্য মানুষের কাহিনী এবং বিভিন্ন উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনের মূল বক্তব্য অর্থাৎ মুহকামাত আয়াতসমূহের বক্তব্যগুলো মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে এবং তার প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, সে ব্যবস্থা করা। তাই কুরআনের সূরা হুদের ১২০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.

অর্থ: (আর হে মুহাম্মাদ, এই কিতাবে) নবী-রাসূলগণের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে (বিশ্বাসকে) দৃঢ় করতে চেয়েছি (কুরআনের মূল বক্তব্য তথা মুহকামাত আয়াতের বক্তব্যের ব্যাপারে)।

অনুরূপভাবে অনেক আয়াতে বিভিন্ন উদাহরণ উপস্থাপন করে আল্লাহ ঐ উদাহরণ সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, এই উদাহরণটা জানার পরও কি তোমাদের অমুক মৌলিক বিষয়টার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয় না? যেমন– শুকনো মরুভূমিতে এক পশলা বৃষ্টির পর তৃণ গজানোর উদাহরণ উল্লেখ করে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন, এটা দেখেও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা সম্ভব?

আল-কুরআনের বিভিন্ন ধরনের আয়াত সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য জানার পর কারো মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, পবিত্র কুরআনের আসল বা বুনিয়াদি আয়াত হচ্ছে মুহকামাত আয়াত। আগেই বলা হয়েছে, সমস্ত কুরআনে প্রায় পাঁচশতটি মুহকামাত আয়াত আছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে একজন মুসলমান ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নাত মিলিয়ে মোট ৩২ রাকায়াত সালাত সম্পাদন করে। এর মধ্যে ২৫ রাকায়াতের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর

www.pathagar.com

সকল মুসল্লীকে একটা বড় বা তিনটা ছোট আয়াত অবশ্যই পড়তে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিনে একজন মুসল্লীকে ২৫ থেকে ৭৫টা আয়াত পড়তে হয়। তাহলে কেউ যদি মুহকামাত আয়াতগুলো নামাজে পড়ে তবে প্রতি ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে তার সব মুহকামাত আয়াত একবার পড়া হয়ে যায় এবং ঐ রকম সময়ের মধ্যে তা একবার পুনঃ পড়া (Revision) হয়ে যাবে। সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, শয়তানের এক নাম্বার কাজটিকে প্রতিরোধ বা অকার্যকর করে দেয়ার জন্য কী অপূর্ব ব্যবস্থাই না আল্লাহ মুসলমানদের জন্য করে দিয়েছেন। মুসলমানরা যদি আল্লাহর এই অপূর্ব ব্যবস্থাটার তাৎপর্য বুঝে সঠিকভাবে পালন করতো, তবে কুরআনের মূল আয়াতসমূহের বক্তব্যগুলো সব সময় তাদের চোখের সামনে থাকতো এবং শয়তানের পক্ষে তাদেরকে ঐ মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া কোনোভাবেই সম্ভব হতো না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইবলিস শয়তান বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর এই অপূর্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রায় অকার্যকর করে দিয়েছে। চলুন এবার দেখা যাক, কী কী উপায়ে ধোঁকা দিয়ে শয়তান এই অসাধ্যটি সাধন করেছে–

যে সকল ধোঁকার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে নেয়া প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর দেয়া অপূর্ব ব্যবস্থাকে, শয়তান প্রায় বিফল করে দিয়েছে

ইবলিস শয়তান তার ১ নং কাজে সফল হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এটাতো স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, একটা জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি কিভাবে ইবলিসের সেই ধোঁকার নিকট হেরে গেলো। ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি নামের যে শক্তিটিকে মহান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন, সেই শক্তিটিকেও যদি মুসলমানরা যথাস্থানে রাখতো বা তাকে যথাযথ মর্যাদা দিতো, তাহলে ইবলিস ঐ সকল ধোঁকাবাজি তাদের গ্রহণ করাতে পারতো না। আল্লাহর দেয়া বিবেক সঠিক থাকলে তার ইঙ্গিত এবং কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্য একই হয়। কারণ, কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক একই উৎস থেকে এসেছে। বিবেক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে- পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন, নামক বইটিতে।

চলুন, এখন পর্যালোচনা করা যাক সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথাগুলো, যা ইবলিস শয়তান ইসলামের কথা বলে মুসলমান সমাজে অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপকভাবে চালু করে দিতে সক্ষম হয়েছে। একটি গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন ও সে জ্ঞান অনুযায়ী

www.pathagar.com

সঠিকভাবে আমল করার জন্য যতোগুলো স্তর আছে, ইবলিস তার প্রতিটি স্তরেই ধোঁকাবাজি খাটিয়েছে। কোনো গ্রন্থের বেশি বেশি জ্ঞানী লোক তৈরি করতে হলে এবং ঐ জ্ঞান অনুযায়ী তাদের সঠিকভাবে আমল করাতে হলে, যে স্তরগুলো থাকে, তা হলো–

১. ঐ গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহিত বা আকৃষ্ট করে এমন কথা মানব সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা এবং জ্ঞান অর্জন নিরুৎসাহিত করে এমন কোনো কথা সমাজে চালু না থাকা।

২. মানুষের জীবনের বেশির ভাগ সময় গ্রন্থটা ধরে পড়ার পথে বিরাট কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা। কারণ, তা থাকলে গ্রন্থটা পড়ার সময় অনেক কমে যাবে।

৩. গ্রন্থটা মানুষ যেন বুঝে বা অর্থসহ পড়তে আকৃষ্ট হয়, এমন কথা ব্যাপকভাবে চালু থাকা এবং মানুষ যেন তা অর্থছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়তে আকৃষ্ট হয়, এমন কথা মোটেই চালু না থাকা।

৪. ঐ গ্রন্থের পঠন পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন গ্রন্থটা পড়ার সময় মানুষের মন আবেগে উদ্বেলিত বা শিহরিত হয়। এতে গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাপারে মানুষের বিশ্বাস মজবুত হবে।

৫. গ্রন্থের তরজমা করার সময় দারুণভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তরজমাকৃত শব্দের গুরুত্ব মূল শব্দের গুরুত্বের সমান হয়। কারণ, তা না হলে ঐ বাক্যে যে কথাটি বলা হয়েছে, তার গুরুত্ব কম বা বেশি হয়ে যাবে।

৬. মানুষ যেন ঐ গ্রন্থের অন্তত মৌলিক বিষয়ের সবগুলো আমল করে এমন কথা ব্যাপকভাবে চালু থাকা এবং মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলেও চলবে এমন কথা মোটেই চালু না থাকা।

চলুন এখন দেখা যাক, কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য, উপরে বর্ণিত প্রতিটি স্তরে ইবলিস শয়তান কী কী কথা মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমে চলুন, শিরোনাম (Head line) আকারে কথাগুলো জেনে নেয়া যাক।

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে মানুষ যেন আকৃষ্ট না হয় বা কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে নিরুৎসাহিত করে এমন কথাসমূহ-

www.pathagar.com

- ❑ কুরআনের জ্ঞান অর্জন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমল বা সব থেকে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ-এ তথ্যটা প্রচার হতে না দেয়া
- ❑ কুরআনের জ্ঞান অর্জন ফরজে কিফায়া
- ❑ কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন
- ❑ জ্ঞান অর্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি
- ❑ জানার পর আমল না করলে বেশি গুনাহ

২. জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরে পড়ার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতামূলক কথা-

- ❑ ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা মহাপাপ বা নাযায়েজ।

৩. জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কুরআন পড়তে অর্থাৎ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়তে মানুষ আকৃষ্ট করা মূলক কথা-

- ❑ অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি।

৪. পড়ার সময় মানুষের মন যেন আবেগ উদ্বেলিত বা শিহরিত না হয় এমন পঠন পদ্ধতি চালু কথা-

- ❑ একই ভঙ্গিতে সুর করে টেনে টেনে কুরআন পড়া বা কুরআন আবৃত্তি না করা।

৫. অন্য ভাষার তরজমা করার সময় কুরআনের মূল শব্দের গুরুত্ব কমে যায় এমন শব্দ ব্যবহার করা।

৬. কুরআনের সকল বক্তব্য মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয় এমন কথা প্রচার করা।

৭. কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই, এমন কথা প্রচার করা।

এবার চলুন, উপরের প্রতিটি কথার গ্রহণযোগ্যতা কুরআন, হাদীস ও বিবেকের তথ্যের ভিত্তিতে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক–

www.pathagar.com

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল বা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা না করা সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ- এ তথ্যটা প্রচার না পাওয়া

বর্তমান বিশ্বে কুরআনের জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে কম হওয়ার সব চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এটি। অধিকাংশ মুসলমান জানে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি আমল কুরআনের জ্ঞান অর্জনের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তো যে সকল মুসলমান নিয়মিত সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি আমল করছেন, তাদেরও অধিকাংশের কুরআনের জ্ঞান নেই। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির বিভিন্ন তথ্য দ্বারা অত্যন্ত সহজে বুঝা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন একজন মুসলমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা এক নাম্বার আমল এবং কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা ইবলিস শয়তানের এক নাম্বার কাজ। অর্থাৎ একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। ভাবতে অবাক লাগে এতো সহজবোধ্য একটা কথাকে ইবলিস শয়তান কিভাবে অধিকাংশ মুসলমানের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যেতে বিপুলভাবে সফলকাম হলো। মুসলমানদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য হারিয়ে যাওয়া এই তথ্যটাকে আবার ব্যাপকভাবে প্রচার করা সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব এবং এটা সকল মুসলমানের দাওয়াতী কাজের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

কুরআনের জ্ঞান অর্জন ফরজে কিফায়া (?)

মুসলমান সমাজে এ কথাটাও মোটামুটিভাবে চালু আছে যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ সমাজের দুচারজন লোকের কুরআনের জ্ঞান থাকলেই সবার তরফ থেকে এ আমল আদায় হয়ে যাবে। আর সমাজের কারোরই কুরআনের জ্ঞান না থাকলে সবাই গুনাহগার হবে। কিন্তু কথাটা যে কুরআন, হাদীস ও বিবেকের তথ্যের স্পষ্ট বিরুদ্ধ, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রতিটি মুসলমানের জন্য কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। অর্থাৎ এটা ফরজে আইন এবং তা সব ফরজের বড় ফরজ। কুরআনের বিশেষজ্ঞ হওয়া সবার জন্য ফরজ নয়। সবার পক্ষে তা সম্ভবও নয়। তাই কুরআনের বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কিফায়া।

www.pathagar.com

কুরআন বুঝা কঠিন (?)

কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন কথাটাও মুসলমান সমাজে বেশ চালু আছে। এমনকি এ ব্যাপারে এ কথাও চালু করার চেষ্টা চলছে যে, কুরআন অত্যন্ত কঠিন, তাই তা বুঝতে গেলে গুমরাহ (পথভ্রষ্ট) হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই কুরআন না বুঝে বা অর্থছাড়া পড়াই উত্তম। চলুন, বিবেক-বুদ্ধি ও কুরআনের তথ্য দিয়ে বিষয়টা পর্যালোচনা করা যাক–

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

ক. সুধী পাঠক, আমরা সবাই জানি যে, প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্রের পক্ষে এম. এ. শ্রেণীর কোনো বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা দুঃসাধ্য। তাই কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক যদি তার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে এম. এ. ক্লাসের কোনো বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক করে দেয়, তবে আমরা সবাই ঐ প্রধান শিক্ষককে পাগল বলতে একটুও দ্বিধা করবো না।

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ সকল মুসলমানের জন্য ফরজ করেছেন। তাহলে কুরআন বুঝা খুব কঠিন এ কথাটা যারা প্রচার করেন তারা বলতে চান যে, একটা দুঃসাধ্য কাজ সকল মুসলমানের জন্য ফরজ করে দিয়ে আল্লাহ ঐ প্রধান শিক্ষকের মতো কাজ করেছেন। অর্থাৎ পাগলের মতো কাজ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। তাই আল্লাহকে যারা সকল জ্ঞান-বুদ্ধির আধার বলে স্বীকার করেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি অবশ্যই বলবে, কুরআন বুঝা অত্যন্ত সহজ বলেই আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাই।

খ. কুরআন হচ্ছে মানুষের জীবন পরিচালনার গাইড বুক অর্থাৎ ম্যানুয়াল। আমরা সবাই জানি, বর্তমানে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন জটিল যন্ত্রের সঙ্গে তার পরিচালনা পদ্ধতি জানিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লেখা একটা ম্যানুয়াল পাঠায়। ম্যানুয়াল যে ভাষায়ই লেখা হোক না কেন, সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, খুব সহজ করে তা লেখা। কারণ, তা না হলে সাধারণ ভোক্তারা ম্যানুয়ালটা পড়বে কিন্তু বুঝবে না। এরপর যখন ঐ জ্ঞান নিয়ে যন্ত্রটা চালাতে যাবে, তখন যন্ত্রটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে। কুরআন পাঠিয়ে এই ম্যানুয়াল পাঠানোর নিয়মটা আল্লাহই প্রথম চালু করেছেন। তাই কুরআন তিনি অত্যন্ত

www.pathagar.com

কঠিন আরবীতে লিখবেন এটা হতেই পারে না। অর্থাৎ এটা সাধারণ জ্ঞান (Common sense) বিরুদ্ধ।

কুরআন

তথ্য-১

সূরা দোখানের ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ: আর এই কুরআনকে তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) সহজ করে নাযিল করেছি যাতে সকলে তা বুঝতে পারে (বা সকলে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে)।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ প্রথমে এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি কুরআনকে অত্যন্ত সহজ আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। তারপর বলেছেন, কী কারণে তিনি কঠিন আরবীতে না লিখে কুরআনকে অত্যন্ত সহজ আরবীতে লিখেছেন। সে কারণটি হচ্ছে, মানুষ যাতে তা বুঝতে পারে। কারণ, মানুষ যদি কুরআন পড়ে বুঝতে না পারে, তাহলে সে তার জীবন পরিচালনার চিরসত্য মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাবে। এর দরুন সে জীবন পরিচালনা করতে যেয়ে মৌলিক ত্রুটি করে ফেলবে। ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ চান না তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উভয় জীবন বরবাদ হয়ে যাক।

তথ্য-২

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا.

অর্থ: অতএব (হে নবী) এটাকে (কুরআনকে) আমি তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) সহজ করে নাযিল করেছি যেন তুমি মুত্তাকী লোকদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে পার। (মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

তথ্য-৩

পবিত্র কুরআনের সূরা ক্বামারের ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নং আয়াতে অর্থাৎ চার বার আল্লাহ বলেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.

অর্থ: আমরা কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি।

www.pathagar.com

❑❑ সুধী পাঠক, কুরআন বুঝা সহজ এ সম্পর্কে কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এর স্পষ্ট বক্তব্য আমরা জানলাম। এরপরও যদি কেউ বলে বা বিশ্বাস করে যে, কুরআন বুঝা কঠিন, (তাই গোমরাহ বা গুনাহ এড়ানোর জন্য অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়া ভাল) তবে তারা যে, না বুঝে হোক আর বুঝে হোক কুরআন ও বিবেক-বুদ্ধির স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজকে দারুণভাবে সহায়তা করছেন এ কথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। এই অপপ্রচারের জন্য, শুধু অনারব মুসলমানরাই নয়, আরব মুসলমানদের অনেকে ও আজ কুরআন বুঝার চেষ্টাই করে না।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে কুরআন, বিশেষ করে এর মুহকামাত বা বুনিয়াদী আয়াতগুলো খুবই সহজ আরবীতে লেখা হয়েছে এবং তা বুঝা খুবই সহজ। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা বাংলা, ইংরেজি বা অন্য ভাষা বুঝতে যে সময় দেয় তার কিয়দংশ সময়ও যদি তারা আরবী ভাষা বুঝতে ব্যয় করতো, তবে তাদের অধিকাংশই কুরআন সহজেই বুঝতে পারতো। ভাবতে অবাক লাগে অনারব মুসলমানদের অনেকে আরবী ভাষা শিখেছে কিন্তু তারা তা শিখেছে ঠিক ততোটুকু যা হলে কুরআন শুধুমাত্র না বুঝে পড়া যায়। অথচ তারা অন্য কোনো ভাষা, শুধু না বুঝে পড়তে পারার স্তর পর্যন্ত শিখে না।

জ্ঞান অর্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি (?)

আমি অনেক শিক্ষিত লোককেও এই কথাটি বলতে শুনেছি। অথচ কথাটি যে বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, ইসলাম পালনের সময় ছাড়া জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে তারা কথাটা সঠিক বলে মনে করেন না। কী অবাক কাণ্ড তাই না? শয়তানের ধোঁকা কতোটা অভিনব ভেবে দেখুন।

জানার পর আমল না করলে বেশি গুনাহ (?)

জানার পর আমল না করলে বেশি গুনাহ। তাই বেশি জানলে বেশি গুনাহ– এমন একটা অদ্ভুত কথা আমার মতো আপনারাও নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেয়ার শয়তানের সাধারণ কর্মকৌশলের কী অপূর্ব প্রয়োগ? এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি জানলো না তাই করলো না, তার দুটো গুনাহ হলো। একটা না জানার জন্য, আর দ্বিতীয়টা পালন না করার জন্য। অন্যদিকে যে জানলো কিন্তু করলো না, তার শুধু একটা গুনাহ হবে। সেটি হচ্ছে পালন না করার দরুন গুনাহ।

না জানার জন্য পালন না করার গুনাহ, জানা সত্ত্বেও পালন না করার গুনাহের থেকে বেশি হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি জানে একদিন না একদিন

www.pathagar.com

তার কাজটি পালন করার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু যে জানেই না তার দ্বারাতো ঐ কাজটি ভবিষ্যতে পালন করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

বে-ওজু কুরআন স্পর্শ করা মহাপাপ বা নাযায়েয (?)

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে উপরোল্লিখিত প্রথম স্তরের বাধাগুলোকে অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে এগুতে চায়, তারা যাতে ইচ্ছা করলেই কুরআন ধরে পড়তে না পারে সে জন্য ইবলিস শয়তান যে কথাটি মুসলমান সমাজে চালু করে দিতে সক্ষম হয়েছে তা হলো– ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা মহাপাপ। আর বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা কথাটা ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে। একজন মুসলমানের জাগ্রত অবস্থার বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটার প্রভাবে ইচ্ছা থাকলেও জাগ্রত অবস্থার বেশির ভাগ সময় মুসলমানরা কুরআন ধরে পড়তে পারে না। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে এ কথাটাও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে একটা বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। অর্থাৎ কথাটা শয়তানের ১ নং কাজকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে। অথচ ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ এমন কথা কুরআন ও নির্ভুল হাদীসে কোথাও নেই। এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বিবেকের তথ্য পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে–

- ওজু অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা, পড়া বা পড়ানো একটা মুস্তাহাব কাজ। অর্থাৎ ওজুসহ ঐ কাজগুলো করলে ওজুর সওয়াব যোগ হয়ে সওয়াব বেশি হবে।
- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা, দেখে বা মুখস্থ পড়া বা পড়ানো নিষেধ। কিন্তু তা ঐ অবস্থায় নামাজ পড়ার ন্যায় কড়া নিষেধাজ্ঞা নয়।
- কুরআন সামনে আছে এবং পড়তে ইচ্ছা করছে কিন্তু ওজু নাই তাই ধরে পড়ছে না– এরকম আচরণে গুনাহ হবে। এটি ঐ রকম কারণ ও পর্যায়ের গুনাহ হবে যেমন নামাজ পড়ার সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু টুপি নেই তাই নামাজ পড়া হল না।

বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি- পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি ?, নামক বইটিতে।

অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি (?)

শয়তানের ধোঁকাবাজির প্রথম দুটি ধাপ (Stage) অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়, শয়তান তাদের অন্য এক অভিনব

www.pathagar.com

ধোঁকাবাজিমূলক কথার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। সে কথাটি হলো–অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি। কথাটি অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কুরআন পড়াকে শুধু অনুমতিই দেয় না, তা দারুণভাবে উৎসাহিতও করে।

এই কথাটার প্রভাবে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজ বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন খতম দেয়ার জন্য ব্যস্ত। কারণ তারা মনে করছে, অর্থসহ বা বুঝে পড়তে গেলে অর্থ ছাড়া পড়ার চেয়ে একই সময়ে কম অক্ষর পড়া হবে তাই সওয়াবও কম হবে। ফলে কুরআন পড়েও তারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে থাকছে। অর্থাৎ কথাটা শয়তানের ১ নং কাজকে সফল করতে দারুণভাবে সাহায্য করছে। অথচ কথাটি হচ্ছে, একটি দুর্বল হাদীসের কুরআন, অন্যান্য শক্তিশালী হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধ অসতর্ক ব্যাখ্যা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ নামক বইটিতে।

একই পদ্ধতিতে সুর করে টেনে টেনে কুরআন পড়া অর্থাৎ কুরআন ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি না করা

যে গ্রন্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য আছে অর্থাৎ প্রশ্ন, আদেশ, ধমক, প্রার্থনা ইত্যাদি ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য– সে গ্রন্থ পড়ার সময় মনকে আবেগাপ্লুত বা শিহরিত করতে হলে আবৃত্তি করতে হবে অর্থাৎ যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পড়তে হবে। এটা একটা সাধারণ বিবেকের কথা।

কুরআন একটা ব্যবহারিক গ্রন্থ এবং এতে রয়েছে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী আয়াত। তাই কুরআনকে একই ভঙ্গিতে টেনে টেনে সুর করে পড়া সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সঠিক নয় বলেই মনে হয়। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান কুরআন পড়ে একই ভঙ্গিতে টেনে টেনে সুর করে। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে -পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল-কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?, নামক বইটিতে। কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ বিষয়ের সকল তথ্য পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করলে যে চূড়ান্ত তথ্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, কুরআনকে (তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী) শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে, অর্থ বুঝে, ভাব প্রকাশ করে, ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে

www.pathagar.com

কুরআনের বক্তব্যের তরজমা, তাফসীর বা অনুবাদ করার সময় শব্দের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া

এটা হচ্ছে কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়ার আর একটা উপায়। তবে যারা এ কাজ করছেন, তাদের অধিকাংশই ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে করছেন বলে আমার মনে হয়। দুএকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝা যাবে।

১. সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

অর্থ: (সালাতের সময়) তোমাদের মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরানোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

ব্যাখ্যা: আয়াতটির এই অংশে আল্লাহ বলছেন, সালাতকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করলে কোনো কল্যাণ বা সওয়াব নেই। (বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি -পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে, নামের বইটিতে)।

এই আয়াতটিতে لَيْسَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে নেই। কিন্তু তার অর্থ যদি করা হয়- প্রকৃতভাবে নেই, তবে আয়াতটির অর্থ হবে– (সালাতের সময়) মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরানোর মধ্যে প্রকৃত কোনো কল্যাণ নেই তবে অপ্রকৃত কিছু কল্যাণ আছে। শব্দটির এরকম অর্থ করলে আল্লাহ যে বলেছেন, সালাতের শুধু অনুষ্ঠানটি করার মধ্যে কোনো কল্যাণ বা সওয়াব নেই– এই কথাটাকে হালকা করে দেয়া হয়। দেখবেন কোনো কোনো তাফসিরকারক বা অনুবাদক এরকম অর্থ করেছেন।

২. সূরা নূরের ১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَهَا وَ فَرَضْنَهَا.

অর্থ: এই সূরা আমি নাযিল করেছি এবং (এর বক্তব্যগুলোর অনুসরণ) তোমাদের জন্যে অবশ্যকরণীয় (ফরজ) করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা: এখানে فَرَضَ (ফরজ) শব্দটার অর্থ যদি অবশ্য করণীয় না বলে করণীয় বলা হয় তবে বক্তব্যটার গুরুত্ব অনেক কমে যায়। কোনো কোনো তাফসিরকারক বা অনুবাদক অর্থটা এভাবে করেছেন।

অতএব কুরআনের তাফসীর বা অনুবাদ করার সময় কুরআনের শব্দের সঠিক অর্থ প্রকাশ হচ্ছে কিনা সে দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার।

www.pathagar.com

কুরআনের সকল বক্তব্য মুসলমান জাতির জন্য প্রযোজ্য নয় (?)

সাধারণ জ্ঞান (Common sense)

উপরের কয়টি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে বা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় তারা যাতে আল-কুরআনের সকল বিষয়ের ওপর আমল করতে অগ্রসর না হতে পারে, সে জন্য শয়তান চেষ্টা করে। কারণ, শয়তান জানে, কুরআনের মূল বিষয়গুলোর কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে মুসলমানরা, ইসলামের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্য সে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের এ কথা বিশ্বাস ও গ্রহণ করাতে চায় যে, আল-কুরআনের কিছু কিছু বক্তব্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি জাতির জন্য প্রযোজ্য, মুসলমানদের জন্য নয়। প্রচারণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য থেকে মুসলমানদের শিক্ষা নেয়ার আছে। তা না থাকলে মহান আল্লাহ ঐ বক্তব্যগুলো কাগজের পাতায় লেখার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির কাগজ ও কালি রূপের অপরিসীম সম্পদ এবং তা পড়া ফরজ করিয়ে দিয়ে মানুষের অপরিসীম সময়ও নষ্ট করতেন না। কারণ, মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন (বনি ইসরাইল : ২৭) সম্পদ ও সময়ের অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

আসলে ঐ বক্তব্যগুলোতে অন্যান্য জাতি সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও তা কুরআনে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, তা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরুন এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ভাড়া দিয়েছে এবং ভাড়াটিয়ার সাথে একটা চুক্তি করেছে। ঐ চুক্তিতে ভাড়া থাকতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তিনামার এক জায়গায় লেখা আছে, আগে যারা ভাড়া ছিলেন তাদের একজন বা কয়েকজনকে জোরে জোরে গানের ক্যাসেট বাজানোর জন্য উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটার অর্থ কি এটা হবে যে, জোরে জোরে ক্যাসেট বাজালে বর্তমান ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা হবে না। না তার অর্থ এটা হবে যে, জোরে জোরে ক্যাসেট বাজালে আগের ভাড়াটিয়াদের মতো বর্তমান ভাড়াটিয়াকেও উচ্ছেদ করা হবে– এ কথাটা আরো পরিষ্কার বা কঠোরভাবে জানিয়ে দেয়া। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই এক বাক্যে বলবেন, বক্তব্যটার অর্থ হবে দ্বিতীয়টা। আর বুঝতে চাইলে এটা বুঝাও খুব কঠিন নয়। তাই, কুরআনের ঐ বক্তব্যগুলোতে অন্য জাতি সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও তা থেকে মুসলমানদের জন্য অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে এবং সে শিক্ষা মুসলমানদেরও অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ: তোমাদের নিজেদের (বনী-ইসরাইলদের) মধ্যকার সে সব লোকের কথা তোমাদের জানা আছে, যারা শনিবার দিনের বিধান লংঘন করেছিল। আমি তাদের বানর হয়ে লাঞ্ছিত জীবন-যাপনের (শাস্তির) ঘোষণা দিয়েছিলাম। এভাবে আমি তাদের পরিণতিকে তখনকার ও পরবর্তী কালের লোকদের জন্য শিক্ষা এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য মহা উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

(বাকারা : ৬৫, ৬৬)

ব্যাখ্যা: বনী-ইসরাইলদের শনিবারে শুধুমাত্র বিশ্রাম এবং উপাসনামূলক ইবাদাত করার নির্দেশ ছিল। ঐদিন তাদের জন্য সকল বৈষয়িক কাজ, বিশেষ করে মাছ ধরা নিষেধ ছিল। আলোচ্য ৬৫ নং আয়াতে যারা ঐ বিধান লংঘন করেছিল তাদের বানর হয়ে লাঞ্ছিত জীবন-যাপন করার স্থায়ী শাস্তি দেয়া হয়েছিল বলে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। তারপর ৬৬ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ঐ ঘটনা থেকে তখনকার ও পরবর্তীকালের লোকদের এবং মুত্তাকীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

তথ্য-২

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: অতীতকালের লোকদের এ কাহিনীতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে। কুরআনে উল্লেখিত কোন কথা বেহুদা বা মনগড়া নয়। বরং তা যেসব কিতাব পূর্বে এসেছে তার সত্যতার ঘোষণা, উল্লেখিত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা এবং ঈমানদার লোকদের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত।

(ইউসুফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা: এখানেও আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের কোন বক্তব্য বা ঘটনা কৃত্রিম, মনগড়া বা বেদরকারী নয় এবং প্রত্যেকটি বক্তব্য বা ঘটনা থেকে ঈমানদারদের জন্য পথ নির্দেশ তথা শিক্ষা রয়েছে।

www.pathagar.com

❑❑ আল-কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এর আলোকে তাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য থেকে মুসলমান জাতির শিক্ষা রয়েছে।

কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই, এমন কথা প্রচার করা

মুসলিম সমাজে এ কথাটিও বেশ চালু আছে যে, কুরআনের অনেক আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই। কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এ কথাটিও সঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল কুরআনে রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে, প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?' নামক বইটিতে।

কোন্ তাফসীর পড়বেন

বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে তাফসীর গ্রন্থটা আপনি পড়ছেন, তার মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে তবে ঐ তাফসীর পড়ে ইসলামের সঠিক ধারণাতো পাওয়া যাবে না বরং ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাই কুরআন থেকে ইসলামের সঠিক ধারণা পেতে হলে দুর্বলতাহীন তাফসীর গ্রন্থটা বেছে নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে ভালো মানের দুতিনটা তাফসীর এক সঙ্গে (অন্তত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর ব্যাখ্যার জন্য) দেখা ভালো। সঠিক তাফসীর গ্রন্থটি নির্বাচন করতে হলে যে সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো–

ক. তাফসীরকারকের নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কিনা

দুর্বলতাহীন তাফসীর গ্রন্থের তাফসীরকারকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই থাকতে হবে–

১. আরবী ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে

এ যোগ্যতা না থাকলে তাফসীর লিখতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

২. পুরো কুরআন সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে

কারণ, আল কুরআনে একটি বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। এক জায়গায় কোন বিষয়ের এক দিক এবং অন্য জায়গায় তার আর একটা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অথবা একটি জায়গায় একটা বিষয় এক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং অন্য জায়গায় তা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ঐ বিষয়ের অন্য জায়গার বক্তব্যের সঙ্গে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যশীল হয়, বিরুদ্ধ না হয়। আর এ জন্য তাফসীরকারকের পুরো কুরআনের জ্ঞান থাকা অবশ্যই দরকার।

৩. হাদীস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে

কারণ, কুরআনের অনেক বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা হাদীসের সাহায্য ছাড়া করা সম্ভব নয়। তাই, তাফসীরকারকে হাদীসের বিষয়ে সঠিক কথা জানতে হবে।

৪. কুরআনে যে সকল বিষয়ে (Subject) আলোচনা আছে তার সব কয়টি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে

পবিত্র কুরআনে মানুষের জীবনের সকল দিকের বর্ণনা আছে। তাই কোনো তাফসীরকারকের কুরআনের দুর্বলতাহীন তাফসীর করতে হলে তার অবশ্যই কুরআনে বর্ণনা করা সকল বিষয়ে (Subject) ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। অন্ততপক্ষে ঐ সব বিষয়ের মৌলিক দিকগুলোর ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। আল-কুরআনে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রধান কয়েকটি হলো–

- ❖ উপাসনা
- ❖ ব্যক্তিগত
- ❖ পারিবারিক
- ❖ সামাজিক
- ❖ রাজনৈতিক
- ❖ অর্থনৈতিক
- ❖ যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র, সন্ধি
- ❖ পারলৌকিক
- ❖ বিচারিক
- ❖ বিজ্ঞান

যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর করতে যাবেন, তাকে অবশ্যই উপরের সকল বিষয় সম্পর্কে সমসাময়িক ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তবে যে সকল বিষয়ে তার জ্ঞান কম আছে, সে সকল বিষয়ের সমসাময়িক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন (Expert) লোকদের নিয়ে একটা সম্পাদনা পরিষদ (Editorial Board) গঠন করে নিতে হবে এবং ঐ সকল বিষয়ের তাফসীর করার সময় সম্পাদনা পরিষদের ঐ বিষয়ের সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে। তা না হলে ঐ বিষয় বা বিষয়গুলোর তাফসীর অবশ্যই যথযথ এবং উন্নতমানের হবে না বা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, মানব সভ্যতার কোনো

www.pathagar.com

বিষয়ের উন্নতি যদি নির্ভুল হয়, তবে তার সাথে কুরআনের তথ্যের অবশ্যই মিল থাকবে।

৫. কুরআনকে বুঝার জন্য আল্লাহ যে শক্তি প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দিয়েছেন (বিবেক-বুদ্ধি) তাকে যথাস্থানে রাখতে হবে

কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্যে বিবেক (عقل) নামের একটা শক্তি মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। কুরআনের তাফসীর করার সময় ঐ শক্তিকে অবশ্যই যথাস্থানে রাখতে হবে। কুরআনের কোনো বক্তব্যের ব্যাপারে পূর্ববর্তী তাফসীরকারকদের কোনো ব্যাখ্যা যদি বিবেক-বিরুদ্ধ মনে হয়, তবে সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করার আগে বর্তমান তাফসীরকারককে অবশ্যই আবার কুরআন-হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই করে নিতে হবে। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সকল বক্তব্য বা ব্যাখ্যাকে নির্ভুল মনে করে মেনে নেয়া একটা শিরকী কাজ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি- পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন, নামক বইটিতে।

৬. ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বা বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে

কুরআন একটা বই আকারে একবারে রাসূল (স.) এর নিকটে পাঠানো হয়নি। রাসূল (স.) তাঁর ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনে ইসলামকে বিজয়ী করার যে প্রাণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন, সেই সংগ্রামের প্রতি মুহূর্তে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য কুরআন অল্প অল্প করে ২৩ বছর ধরে রাসূল (স.) এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কুরআনের মতো একটা ব্যবহারিক কিতাবের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে হলে তাফসীরকারককে অবশ্যই ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। অথবা যে স্থানে ইসলাম বিজয়ী আছে সেখানে ইসলামকে বিজয়ী রাখার কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। তা না হলে কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য কোনোমতেই তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং তার সঠিক তাফসীরও (ব্যাখ্যাও) করতে পারবেন না। যে ব্যক্তির এই গুণ নেই তাঁর তাফসীর হবে ঐ ব্যক্তির ডাক্তারী বিষয়ে ব্যাখ্যা লেখার মতো যিনি কখনো বাস্তব কাজের মাধ্যমে ডাক্তারী শেখেনি এবং বাস্তবে ডাক্তারী বিদ্যার মূল কাজটি বা কাজগুলো করেন না। পৃথিবীর যে কোনো ব্যবহারিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখার জন্য এ গুণ অপরিহার্য।

www.pathagar.com

৭. কুরআনের বর্ণিত সকল বিষয় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে

কুরআনে বর্ণিত কোনো একটি মূল বিষয় না মানলে বা জীবন বাঁচানোর কারণ ছাড়া পালন না করলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন অর্থাৎ উভয় জীবন ব্যর্থ হবে– এ কথা আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন সূরা বাকারার ৮৫ নং এবং সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতে। সুতরাং কোনো তাফসীরকারকের যদি ঐ রকম দুর্বলতা থাকে তবে তার তাফসীর গ্রহণ করা কি উচিত?

৮. শানে নুযুলের (নাযিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত) সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে

কুরআনের প্রতিটি সূরা বা বক্তব্য কোনো একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে নাযিল হয়েছে। তাই ঐ অবস্থা বা পরিপ্রেক্ষিতকে (শানে নুযুল) সামনে না রাখলে অর্থাৎ তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে, কুরআনের ঐ বক্তব্যটা সঠিকভাবে বুঝা বা অনুধাবন করা দুরূহ হয়। তাই তাফসীরকারকের শানে নুযুলের জ্ঞান থাকাও দরকার। তবে, মনে রাখতে হবে, শানে নুযুল নানা রকম বর্ণিত হয়েছে। তাই, সঠিক শানে নুযুল বুঝার জন্য কিছু চিন্তাভাবনা করতে হতে পারে।

খ. আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি সামনে রাখা হয়েছে কিনা

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। (বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, নামক বইটিতে)। তাই আল-কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা কখনই এমন হবে না যা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাফসীরকারককে সর্বক্ষণ এ বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় তার তাফসীর অগ্রহণযোগ্য হবে।

গ. নির্দিষ্ট সময় পর পর সংস্করণ (Edition) বের হয়েছে কিনা

কুরআনের বক্তব্যসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছলে কুরআনের কোনো কোনো বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। অন্য কথায় মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে যে সব তথ্য বা জ্ঞান নিশ্চতভাবে সঠিক হিসেবে আবিষ্কার হবে, ঐ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যবে– কুরআনে ঐ বিষয়টা সম্পর্কে ঐ কথাটাই বলা আছে। কিন্তু মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই কুরআনে কোনো বিষয়ে যে ইঙ্গিত দেয়া আছে, তা নিয়ে

www.pathagar.com

গবেষণা করলে নতুন নতুন আবিষ্কার যেমন সম্ভব হবে তেমনই নতুন নতুন সঠিক আবিষ্কার অনুযায়ী কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে না পারলে কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। অন্যদিকে মানুষ যদি দেখে নতুন নতুন সঠিক আবিষ্কারের সাথে কুরআনের বক্তব্য মিলে যাচ্ছে, তবে কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস, ভক্তি বহু গুণে বেড়ে যাবে। এই বইয়ের তথ্যের উৎসে বিবেক-বুদ্ধি বিভাগে যে উদাহরণগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করলে উপরের বক্তব্য যে নিশ্চিতভাবে সত্য, তাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না বলে আমার মনে হয়। অন্য গ্রহে প্রাণী থাকার যে ইঙ্গিত সূরা শুয়ারার ২৯ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে তাতে মনে হয় অন্য গ্রহে জীব একদিন আবিষ্কৃত হবে।

তাই কুরআনের বক্তব্য নিয়ে গবেষণা কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করার সময় কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত কোন বিষয়ের কোনো রকম পরিবর্তন করা চলবে না। কারণ, ঐ বিষয়গুলো এসেছে এমন সত্তার নিকট থেকে যাঁর জ্ঞান অসীম ও অনন্ত।

উপরের বক্তব্যগুলো বিবেচনা করার পর আশা করি সবাই একমত হবেন যে, নতুন নতুন সঠিক বা নির্ভুল আবিষ্কারকে স্থান দিয়ে পৃথিবীর সকল ব্যবহারিক বইয়ের যেমন নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন সংস্করণ (New Edition) বের হয়, কুরআনের মতো ব্যবহারিক কিতাবের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারেও মুসলমানদের তাই করতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক তাফসীরের কিতাবের জন্য থাকতে হবে একটা সম্পাদনা পরিষদ (Editorial Board)। যেখানে থাকবেন কুরআনে বিদ্যমান সকল বিষয়ের সমসাময়িক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। প্রধান তাফসীরকারক তাফসীর প্রথম লেখার সময় যে বিষয়ে তাঁর ভালো জ্ঞান নেই সে বিষয়ের, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যের সাথে আলোচনা করে নিবেন। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর, ঐ সময়ের মধ্যে মানব সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ে যে নির্ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, সেটাকে সামনে রেখে, আসল তাফসীরকারক ও সম্পাদনা পরিষদ, ঐ সকল বিষয়ে কুরআনের বক্তব্যকে নতুন করে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা সে ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তখন দেখা যাবে, যে নতুন জ্ঞান মানব সভ্যতা অর্জন করেছে তা যদি নির্ভুল হয় তবে তা কুরআনের বক্তব্যের সাথে মিলে যাবে। প্রধান তাফসীরকারকের ইন্তেকালের পর সম্পাদনা পরিষদকে টীকা সংযোজনের মাধ্যমে এই কাজ অবশ্যই চালু রাখতে হবে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে কুরআনের যে সব তাফসীর পৃথিবীতে আছে তার অধিকাংশের ব্যাপারে বলা যায়, তাফসীরটি প্রথমে লেখার সময় এবং পরবর্তীতে, উপরোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে ৫০০ বা ১০০০ বছরের আগে তো দূরের কথা পাঁচ বছর আগে লেখা তাফসীরেও এমন অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যা বিভিন্ন বিষয়ে (বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে) বর্তমান সময়ের মানব সভ্যতার

www.pathagar.com

অর্জিত সঠিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে করে কুরআনের বিরুদ্ধবাদী লোকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালাবার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, এ পুস্তিকায় আলোচনাকৃত প্রতিটা বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যসমূহ আপনাদের নিকট উপস্থাপন করেছি। আশা করি, তথ্যগুলো বিবেচনা করে যে কোনো সাধারণ জ্ঞান (Common sense) সম্পন্ন মানুষের পক্ষে আলোচনাকৃত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা মোটেই কঠিন হবে না।

ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে, আলোচনাকৃত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে যে কথা সকল দেশের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং অধিকাংশ মুসলমান তা মানছে, তার ভিত্তি হচ্ছে একটা হাদীস বা কুরআনের একটা আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা অথবা একটা দুর্বল হাদীস। কিন্তু তার বিপরীতে রয়েছে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী বক্তব্য। আর সেই বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী বক্তব্যগুলো একেবারেই প্রচার পায়নি। কিন্তু অসতর্ক ব্যাখ্যাটার প্রচার পেয়েছে অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপকভাবে এবং অধিকাংশ মুসলমান তা গ্রহণও করে নিয়েছে। আশা করি, সকলেই এখন বুঝতে পারছেন, শয়তানও তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে যাবে, আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত জানার পর আদম (আ.) কেন ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ইবলিস শয়তানের কল্যাণ বা সওয়াব লাভের কথা বলে ধোঁকা দেয়ার কৌশল, মানুষের নিকট যে কতো সহজে গ্রহণযোগ্য হয়, সে অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরই হয়েছিলো বেহেশতের মধ্যে। তাই তিনি অতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

আসুন আমরা সবাই মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন মুসলমান জাতিকে ইবলিস শয়তানের সকল ধোঁকাবাজি কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী শনাক্ত করার এবং সেগুলোর মোকাবেলায় সঠিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। কারণ, এতেই রয়েছে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী। আমিন! ছুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞান (Common sense) অনুযায়ী

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রসূল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের একনাম্বার কাজ এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. কুরআনের পঠন পদ্ধতি-প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর আইন কোনটি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনে কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনাসম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ- শিরক করা, না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী বিষয়ে লেকচার, ওয়াজ বা বক্তব্য উপস্থাপনের ফর্মুলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

❑ **ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল**

১২৯ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬-৩০৬৬৩৭

❑ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**

৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন: ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫

❑ **আহসান পাবলিকেশন**

কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০ ০১৭১১-৭৩৪৯০৮

❑ **তাসনিয়া বই বিতান**

৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭১২-০৪৩৫৪০

❑ **ইসলাম প্রচার সমিতি**

কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭

❑ **এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে**

www.pathagar.com

www.pathagar.com